Q:- What is Financial Grant? Mention the sources of Financial Grant.

Ans:- প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা শিক্ষায় আর্থিক সংস্থানের ভিত্তি ছিল অনুদান। রাজা, শ্রেষ্ঠি এমনকি সাধারণ মানুষের অর্থ সাহায্যেই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হত। মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ব্রিটিশ যুগের প্রথম দিকে অনিয়মিত হলেও সরকার শিক্ষাখাতে আর্থিক সাহায্য করতেন, উডের ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম শিক্ষা খাতে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করার কথা উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষার উন্নয়নে কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি আর্থিক অনুদান পেতে হলে পরিচালন-সংক্রান্ত কিছু শর্ত মেনে চলতে হয় এবং উৎকর্ষতার নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে হয়। যখন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য কোনো সংস্থাকে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে তখন তাকে বলা হয় অনুদান (Grant)। আর্থিক অনুদান বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। বিধিসম্মত ব্যয়সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলির অনুদানের মাত্রা নির্ধারিত হয়।

আর্থিক অনুদানের উৎস :

আর্থিক অনুদানের উৎস হিসেবে মূলত আমরা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলা পর্ষদ বা Municipality, ধর্মীয় সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিগত দান ও trustee board -এর অনুদানকেই বুঝে থাকি। আর্থিক অনুদানের উৎসতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রসারিত। কেন্দ্রিয় সরকার শিক্ষার কোনো কোনো কর্মসূচিকে জাতিয় গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং রাজ্য সরকারের নিকট প্রত্যাশা করে যে, তারাও উক্ত কর্মসূচিকে সেই ভাবে গুরুত্ব দেবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকার আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে, যাতে রাজ্য সরকারগুলি কর্মসূচি রূপায়ণে অনুপ্রাণিত হয় এবং লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বস্তুত এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত খাতে আর্থিক সহায়তা করে —

- অনুমোদিত কলেজগুলিতে,
- স্নাতকোত্তর শিক্ষায়
- প্রাথমিক শিক্ষায় ও শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে,
- রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়

> কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, > শিক্ষক-শিক্ষা কলেজ > নবোদয় বিদ্যালয়, > অতি উন্নত কলেজ, > অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, > বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, > উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি দেওয়া ইত্যাদি।

রাজ্য সরকার বেসরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন ভাবে তাঁরা আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন যার মধ্যে অন্যতম হল আনুপাতিক হারে অনুদান, ঘাটতিপূরণ সাপেক্ষে অনুদান, ও বেতন বাবদ অনুদান, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অনুদান, এককালীন অনুদান, বহুবিধ অনুদান পদ্ধতি ইত্যাদি। বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন খাতে অনুদান দিয়ে থাকে, যেমন – রক্ষণাবেক্ষণের অনুদান, বেতনের জন্য অনুদান, বিশেষ অনুদান ইত্যাদি, নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের ভাল কাজ করতে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়, এটা শিক্ষা আধিকারিকদের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষায় আর্থিক সংস্থানের বিভিন্ন উৎস থাকে, উৎসগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় — সরকারি (Public Fund) এবং বেসরকারি (Private Fund)।

সরকারি তহবিলের উৎস হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেয় অর্থ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশন (UGC), জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পর্ষদ (NCERT), শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক অনুদান, ভরতুকি ইত্যাদি সরকারী তহবিল বলে গণ্য হয়।

বেসরকারী তহবিলের উৎস হল — > ফিস, > এককালীন দেয় অর্থ (এনডাউমেন্ট) এবং অন্যান্য উৎস। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সংগৃহীত সব ধরনের অর্থকেই ফিস বলে। এনডাউমেন্ট হল এককালীন অর্থ সাহায্য যার, কেবলমাত্র সুদটাই ব্যয় করা যায় আসল রক্ষিত হয়। শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের অন্যান্য উৎসও দেখা যায়, যেমন দান, উপহার, চাঁদা, জরিমানা, বিক্রয়লব্ধ অর্থ, সুদ, বাড়িভাড়া বাবদ অর্থ, ঋণ ইত্যাদি। অর্থাৎ শিক্ষায় অর্থসংস্থানে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় উৎসই সক্রিয়।